বাংলাদেশ

‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন করতে আগ্রহ কম সরকারের’

By নিজস্ব প্রতিবেদক

December 08, 2021 at 4:19 PM

জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আজ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ‘জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ’

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে ২০০৯ সালে ১১ দফা নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। অথচ এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন ২০১৮-এর

খসড়া হয়েছে। তবে এ খসড়া এখনো আইন আকারে পাস হয়নি। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন করতে সদিচ্ছা থাকলেও সরকারের আগ্রহ কম।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আলোচকেরা। ছয়টি মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট 'জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ' এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ) নির্বাহী পরিচালক আশরাফ উদ্দিন বলেন, শ্রম আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আলাদা আইন প্রয়োজন। সে বিষয়ে হাইকোর্ট রায়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। রায়ে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, কোর্টের এই আদেশ ও নির্দেশনাগুলো জাতীয় সংসদ কর্তৃক এ–সংক্রান্ত পর্যাপ্ত ও কার্যকর আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুসৃত ও পরিপালিত হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে, একদিকে যেমন কোনো আইন পাস হয়নি, তেমনি হাইকোর্টের ১১ নির্দেশনাও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট সীমা জহুর বলেন, 'ক্ষমতাধর লোকেরা কীভাবে যৌন নির্যাতন করে আমরা তা দেখেছি। অথচ এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে এখনো আইন হয়নি। আইন হলেও এর বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।'

আওয়াজ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার বলেন, ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে খসড়া করা হয়েছে। তবে এখনো আইন হয়নি। সরকারের এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা নেওয়া উচিত।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি নানা ধরনের সমস্যায় তাঁরা পড়ছেন। কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা এখনো বৈষম্যের শিকার। শারীরিক, মানসিক, মৌখিক—বিভিন্নভাবে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নারীর নিরাপত্তায় বৈষম্য খুবই প্রকট। দিনে দিনে নারীদের প্রতি যৌন হয়রানির মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং বর্তমানে তা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হলো কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা; কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনবিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করা; যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালে দেওয়া হাইকোর্টের নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; আদালতের নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে তদারকি কমিটি গঠন করা; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিচার নিষ্পত্তি; দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করা এবং নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত সংস্কৃতি চর্চা করা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, মনডিয়াল এফএনভির পরামর্শক মো. শাহীনুর রহমান, কর্মজীবী নারীর সমন্বয়ক কাজী গুলশান আরা দিপা প্রমুখ।